ডি-ডলারাইজেশন (De-Dollarization) [***]

"We need to create a diversified global currency system"

..... NDB President Dilma Rousseff

বিশ্বব্যপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় সব লেনদেনই করা হয় মার্কিন ডলারের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মার্কিন ডলারের এই স্বীকৃতি আমেরিকার বৈশ্বিক নেতৃত্বকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে ডলারকে বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সেসময় থেকে প্রতিটি দেশ তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসেবে মার্কিন ডলার সংরক্ষণ করতে শুরু করে।

De-Dollarization:

বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনে এককভাবে মার্কিন ডলার ব্যবহারের এই নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় বিভিন্ন দেশ। তারা বৈদেশিক লেনদেনের জন্য মার্কিন ডলারের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব মুদ্রা বা ভিন্ন কোন মুদ্রা ব্যবহার করার দাবি তোলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের জন্য মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ভিন্ন কোন মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তোলার এই ধারণাটিই হল De-Dollarization.

De-Dollarization ধারণায় নতুন গতি:

০১. অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ডলারকে ব্যবহার:
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে ডলারসহ অর্থনৈতিক অস্ত্র নির্বিচারে ব্যবহার করার কারণেই De-Dollarization আলোচনায় আসে।

০২. ব্রিকস রিজার্ভ মুদ্রার ঘোষণা:
২০২৩ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে BRICS Reseve Currency এর ঘোষণা দেয়া হয়। তারপর De-Dollarization ধারণাটির ব্যাপক প্রচার ঘটে।

০৩. রাশিয়াকে SWIFT থেকে বহিষ্কার:
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করে দেয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (sanction) আরোপ করে রাশিয়ার কয়েকটি ব্যাংককে সুইফট থেকে বহিষ্কার করে যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার গচ্ছিত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ জব্দ করে ফেলে। তাই ডলারকে আতঙ্ক হিসেবে নেয়া হয়।

০৪. SWAP Currency এর পদক্ষেপ:
দেশে দেশে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনকে সোয়াপ কারেন্সি বলে। ১৩ জুলাই, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য শুরু হয়। এই অনুশীলনের কারণে ডি-ডলারাইজেশন জনপ্রিয় হতে পারে।

০৫. রাশিয়ার রুবলে বাণিজ্যের জন্য বন্ধু রাষ্ট্র ঘোষণা:
রাশিয়া বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, যাদের সাথে রুবলে লেনদেন করা হবে।

০৬. যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম ডলার সংকট:
Federal Reserve Bank (Fed) নীতি সুদহার ০.৭% বাড়িয়ে ডলারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বিশ্বব্যাপী Great Inflation তৈরি করেছে।

০৭. রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের আধিপত্য:
আন্তর্জাতিক রিজার্ভের ৫৭% ডলারে হয়ে থাকে। তাই এই আধিপত্য মোকাবেলায় ডি-ডলারাইজেশনের পদক্ষেপ শুরু হয়।

De-dollarization- এর দিকে যাচ্ছে বিশ্ব:

- ⇨ রাশিয়ার কাজান শহরে অনুষ্ঠিত ব্রিকস জোটের ১৬তম সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের জন্য জোটের নিজস্ব লেনদেন ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন রুশ অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলুয়ানভের। তিনি বলেন, ডলারে লেনদেনের বিষয়টির রাজনীতিকীকরণ করেছে পশ্চিমারা। এর মাধ্যমে লেনদেনকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তারা।
- ⇨ কাজানে ব্রিকস নেতারা তাঁদের নতুন আর্থিক ব্যবস্থা গড়ার কথা বলেছেন এবং ডলারের পাশাপাশি একটি ব্লকচেইনভিত্তিক মুদ্রা চালু করার পরিকল্পনা করছেন। এটি করা গেলে তা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের বাণিজ্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।
- ⇨ ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে ডলারের দর। এতে চাপে পড়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ । এমন পরিস্থিতি চীন, রাশিয়া, ইরানের মত দেশগুলো তাদের লেনদেনে ডলারের পরিবর্তে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের পরিকল্পনা আরও ত্বরান্বিত করছে।

- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ডলারের জন্য 'শেষের শুরু' বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন। ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বর্তমান চেয়ার দিলমা রুসেফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ডলারকে 'এড়িয়ে যাওয়ার উপায়গুলো খুঁজে বের করার ...।' ব্রাজিলের অর্থমন্ত্রী এর আগে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা দিয়ে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নও সম্প্রতি ডলারের আধিপত্য এড়াতে চাওয়ার লক্ষণ দেখিয়েছে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীন একটি ইইউ-ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম এবং ডলার-বিহীন সুইফট পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
- মার্কিন ডলারের একাধিপত্যের বিপরীতে বিশ্বব্যাপী *de-dollarization* গতি পাচ্ছে। চীনকে কেন্দ্র করে 'ডি-ডলারাইজেশন' বা ডলারের আধিপত্য কমানোর একটি প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। চীন, ব্রাজিল ও ভারতের মতো বেশ কিছু উদীয়মান অর্থনীতি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের লেনদেনে ইতিমধ্যে ডলারের বিকল্প মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেছে।
- ২০২৩ সালের মার্চের শেষে বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তিতে পরস্পরের মুদ্রা ব্যবহারের জন্য চুক্তি করেছে চীন ও ব্রাজিল। গত ১৫ বছরে সম্পদশালী ব্রাজিলের প্রধান ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জায়গা দখল করেছে চীন। আর্জেন্টিনা বলেছে, তারা মার্কিন ডলারের পরিবর্তে চীনা মুদ্রা ***ইউয়ানে*** চীনা আমদানির অর্থ পরিশোধ করবে।
- চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত, আসিয়ান দেশসমূহ, কেনিয়া এমনকি আরব রাষ্ট্রগুলোও ডলারের বিকল্প খুঁজছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত এক ফ্রান্সের কোম্পানির মাধ্যমে চীনে তাদের গ্যাস ***ইউয়ানে*** বিক্রি করছে। আসিয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো তাদের বাণিজ্যকে ***স্থানীয় মুদ্রায়*** লেনদেনের মাধ্যমে ডি-ডলারাইজেশনের প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করেছে। কেনিয়া তাদের ***নিজস্ব মুদ্রায়*** পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তেল কিনছে।
- ডলার-বহির্ভূত বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণের গতি নির্ধারিত হতে পারে ব্রিকসের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দ্বারা। জোটটির সম্প্রসারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ডলারের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে বলে মনে করেন গবেষকরা।
- মার্কিন ডলারকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করে মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ ফ্রিজ করে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ব্যবস্থা SWIFT থেকে রাশিয়াকে বের করে দেয়ার কারণে ওয়াশিংটনের সমালোচনা করে আসছে বেইজিং।
- মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর দেশটির সংসদের নিম্নকক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্বে *de-dollarization* প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তিনি জানান, ডলারের উপর নির্ভরতা কমাতে চীনের এশিয়ান মুদ্রা তহবিল গঠনের বিষয়ে মালয়েশিয়া আলোচনায় আগ্রহী।
- সম্প্রতি চীন সফরের সময় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা প্রকাশ্যে ডলারের পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন নিষ্পত্তির আহ্বান জানান।
- সম্প্রতি রাশিয়ার State Duma জানায়, বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য নিষ্পত্তিতে ব্যবহারের জন্য একটি নতুন সাধারণ মুদ্রা চালুর জন্য চুক্তি করতে রাশিয়া কাজ করে যাচ্ছে।
- বাণিজ্য নিষ্পত্তি, আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে চীনের মুদ্রার ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে–
    - অতি সম্প্রতি আর্জেন্টিনা IMF- এর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছে ইউয়ানে।
    - পাকিস্তান ও ভুটানে চালু আছে– ইউয়ান (মোট ১০১টি দেশে)
    - বর্তমানে ইউয়ানে লেনদেনের হার– ১২%
- ডি-ডলারাইজেশন সম্প্রতি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা IMF প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে–

সাল	বৈশ্বিক রিজার্ভে ডলারের হার
২০০১	৭৩%
২০১০	৬২%
২০২২	৫৯%
২০২৪	৫৭%

De-Dollarization এর পথে বাধা :

- **ডলার এখনো বাণিজ্য নিষ্পত্তির মূল মুদ্রা :**

  ডলারে বাণিজ্যিক লেনদেন যথেষ্ট প্রভাবশালী অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের সর্বশেষ ত্রিবার্ষিক জরিপ অনুসারে, ২০২২ সালের হিসাবে ডলার সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের ৮৮ শতাংশ নিষ্পত্তি করে। এদিকে, ইউরো আন্তর্জাতিক লেনদেনের ৩১ শতাংশ, ইয়েন ১৭ শতাংশ, পাউন্ড ১৩ শতাংশ, চীনের রেন মিন বি মাত্র ৭ শতাংশ, (যা ২০১৯ সালের ৪ শতাংশ থেকে বেড়েছে) নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, বৈশ্বিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি অংশ হিসাবে ডলারের অবদান কমে আসছে। বিশ্বজুড়ে ডলারে রিজার্ভের অংশ ছিল ২০০০ সালে ৭২ শতাংশ যা এখন প্রায় ৬০ শতাংশে নেমে এসেছে। ডলারের কদরের কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঋণ ও ঘাটতি দুটোই বাড়াচ্ছে। গত বছরের হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭৭৩ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল। পাশাপাশি, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক ঋণ রয়েছে তাদের। এক হিসেবে দেখা যায়, ২০২১ সালে বিদেশি সংস্থা ও দেশের কাছে মার্কিন ট্রেজারি সিকিউরিটির মোট পরিমাণ ছিল ৭.৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরে ছিল ৭.১ ট্রিলিয়ন।

- **ডলারের বিকল্প তৈরির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের হুমকি :**

  যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন, যদি ব্রিকস দেশগুলো আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য মার্কিন ডলারের বিকল্প ব্যবহার বা ডলারের আধিপত্যকে খর্ব করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি: [***]

করোনার প্রভাব কাটার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির হার। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের প্রথম থেকেই টালমাটাল ছিল বিশ্ব অর্থনীতি। সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন দেয়ায় প্রায় প্রতিটি দেশেই বন্ধ ছিল উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি। ফলে, অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে বিভিন্ন দেশ।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসায় ২০২১ সালের মাঝামাঝি অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক হয়ে এলেও, সেই গতিতে বাধ সেধেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। মস্কো-কিয়েভ সংঘাতের প্রভাব পড়েছে অর্থ বিনিময়, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম এবং জাহাজ ভাড়ায়। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে তেল, গ্যাস ও খাদ্যশস্য আমদানি নির্ভর দেশগুলো। এর ফলে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি সমস্যায় পড়েছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ।

❖ দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি:

২০২৪ সালে মূল্যস্ফীতির চিত্র–

দেশ	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
USA	৩%	২.১%
UK	৭.৯%	২.৪৫%
ইউরো অঞ্চল	৫.৫%	৮.৫%
ভারত	৪.৮১%	৬.৫%
পাকিস্তান	২৯.৪%	২৪.৫%
শ্রীলঙ্কা	১২%	৪.৭%
চীন	০.২৯%	০.৯৮%
বাংলাদেশ	৯.৭৪%	৯.০৩%

Source-IMF

আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্যের বাজারে অস্থিতিশীল অবস্থার সবচেয়ে বেশি ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে। এই অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে শুধু স্বল্পোন্নত নয়, ধনী দেশগুলোও ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়বে বলে শঙ্কা বিশ্লেষকদের।

❖ মূল্যস্ফীতির কারণ:

১. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:

একদিকে রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম তেল ও গ্যাস রপ্তানিকারক রাষ্ট্র। অন্যদিকে ইউক্রেন বিশ্বের অন্যতম খাদ্য শস্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক রাষ্ট্র। চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উভয় দেশের রপ্তানি কার্যক্রমই প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

বন্যা, খরা ও ঝড়সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৩. পণ্য সরবরাহে সংকটের আশংকায় পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত:

নিজ দেশে পণ্য সরবরাহ ঠিক রাখতে বৃহৎ রপ্তানিকারক দেশগুলো কর্তৃক পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ। নিজ দেশে দ্রব্যমূল্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে নিজ দেশের জনগণকে বাঁচাতে বৃহৎ পণ্য রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক পণ্য রপ্তানি বন্ধ এবং রপ্তানির পরিমাণ কমাতে হচ্ছে। সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যতম গম রপ্তানিকারক দেশ ভারত গম ও চিনি রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। ভারতে এই দুইটি ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে চিনি ও গমের দাম বেড়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ বাজার সামলাতে গম আর ভুট্টা রপ্তানিতে ১২ শতাংশ এবং সয়াবিন, আটা ও রান্নার তেল রপ্তানির উপর ৩৩ শতাংশ কর আরোপ করেছে আর্জেন্টিনা সরকার।

অপরদিকে, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সয়াবিন রপ্তানি নিষিদ্ধ করায় বেশ সংকট দেখা দেয়।

৪. ডলার-বাহিত মূল্যস্ফীতি:

২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই এর সূত্রপাত। করোনা মহামারি মোকাবিলায় আমেরিকান সরকার সে দেশের জনগণকে বিপুল পরিমাণ প্রণোদনা দিয়েছে। এ অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে তারা যেমন একদিকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছে, তেমনি সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ছেপেছে। আর সেই ডলারের হাত ধরে মূল্যস্ফীতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

[সূত্র: বিশ্বব্যাংক]

❖ মূল্যস্ফীতির প্রভাবঃ

১. অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তায় সংকট দেখা দিবে, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ। দেখা যাবে, আয়ের ৯০ ভাগই খাদ্য কিনতে ব্যয় করতে হবে। তাতেও সে পর্যাপ্ত খাদ্য পাবে না।

২. মূল্যস্ফীতির কারণে দেশে দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যেতে পারে। মূল্যস্ফীতি শুধু ব্যবসা বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, দরিদ্র হওয়ার প্রক্রিয়াকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে।

৩. মূল্যস্ফীতির ফলে মানুষ নগদ অর্থের সঞ্চয়ের পরিবর্তে খরচ করে। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সঞ্চয়ের অভাবে ভোগে এবং অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কমে আসে। এছাড়াও কাঁচামালের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচের ওপর এর প্রভাব পড়ে।

৪. কাঁচামালের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচের ওপর এর প্রভাব পড়ে। এমন অবস্থায় উৎপাদন কমার আশঙ্কা দেখা দেয়। উৎপাদন কমে গেলে অনেকের কর্মসংস্থান হারানোর শঙ্কা থাকে।

৫. মূল্যস্ফীতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণ হতে=-;[ঢ়॥;য পারে। শ্রীলঙ্কায় সরকার পতন আন্দোলনের অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি।

৬. মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা কমিয়ে দিবে। এতে বিভিন্ন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্বের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে সংকুচিত হবে।

৭. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে তা বিশ্বকে অর্থনৈতিক মন্দার দিকে ধাবিত করতে পারে। IMF বলেছে, নাজুক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যত্র স্বল্পমেয়াদি ঝুঁকি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিপদ বৃদ্ধি পাবে। দেশে দেশে সরকারের তরফ থেকে বিশেষ কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি চলবে।

৮. অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, একটি অর্থনৈতিক মন্দার ভেতর দিয়েই এ মূল্যস্ফীতির অবসান হতে পারে। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরই মধ্যে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সুদের হার বাড়ানো শুরু করেছে। মূল্যস্ফীতি ঠেকানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে।